সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

দেখতে দেখতে কেটে গেলো ছ-ছ'টা বছর! সাধারণ সম্পাদকের পদে থেকে যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা উজাড় করে দিতে মন চাইলেও এ বছর তা পারছি না। এবারে আমি নির্বাচন প্রার্থী, তাই নির্বাচনবিধি অনুযায়ী আমার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, তবে সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে এটুকু না বলে পারছি না, দু'বছরের কার্যকাল যেন বিভীষিকা! কর্মবিরতি, তামাদি হয়ে যাওয়া অর্থ উদ্ধার, প্রতারণা - একের পর এক বিপদের সম্মুখীন হওয়া, সময়মতো পারিশ্রমিক না পাওয়াসহ গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো উপস্থিত হয় আরো ভয়ঙ্কর বিপদ, মেঘের আড়ালে থেকে মেঘনাদের মতো একজনের সঙ্গে বকেয়া আদায়ের যুদ্ধ! তার পিছু পিছু আরেকজনের সঙ্গে ঘোর অনিশ্চয়তার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ! একের পর এক ঝড় চলতেই থাকে! তবে আশার কথা এই যে পরিস্থিতি আজ অকেটাই স্থিতিশীল। যদিও এখনও অনেক কাজ অনেকটাই বাকি। শুধু দুঃখ একটাই, এই অর্থ উদ্ধারের প্রবল যুদ্ধে বিগত দু'বছরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, সামাজিক কর্মকাণ্ড - কোন কিছুই আর করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

আজ নতুন কর্মসমিতি নির্বাচনের দিন। আমরা গড়বো এই কর্মসমিতি আরও উদ্দীপনা নিয়ে। সদস্যরা পাশে এসে দাঁড়াবে। একটা সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পর পরস্পরের পাশে থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করবো সকলে মিলে। একটা কথা আমরা যেন কখনোই ভুলে না যাই যে আর্টিস্টস্ ফোরাম একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন। বিভিন্ন মত-পথের মানুষ হাতে হাত দিয়ে এই সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বিভিন্ন সময়ে আর্টিস্টস্ ফোরামের কার্যকরী সমিতির তালিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যাবে রাজনীতির রঙ কখনই একে স্পর্শ করতে পারেনি। ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে সরিয়ে রেখে ফোরামের স্বার্থে আমরা সব সময়েই ঐক্যবদ্ধ থেকেছি। ভবিষ্যতেও থাকবো। আজকের এই বিভেদ ও দলাদলির দমবন্ধ করা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আর্টিস্টস্ ফোরাম নিঃসন্দেহে খোলা হাওয়া, যেখানে আমরা বুক ভরে নিশ্বাস নিতে পারি, মতবিরোধ থাকতেই পারে আর সেটাই তো সুস্থতার লক্ষণ। তবে রাজনৈতিক কলুষতা দূরে সরিয়ে রেখে ফোরাম সমস্ত সদস্যের পাশে সবসময়ে আছে। সমালোচনা নিশ্চয়ই থাকবে কিন্তু তা যেন আত্মঘাতী না হয়। সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন অনেক প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও আর্টিস্টস্ ফোরাম কখনও আপনার পাশ ছেড়ে যায়নি। আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের দায়বদ্ধতাই ফোরামের এগিয়ে চলার শক্তি। আগামী কার্যকরী সমিতিও সেই লক্ষ্য নিয়ে চলবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

৩১ শে ডিসেম্বর, ২০১৯
কলকাতা

অরিন্দম গাঙ্গুলী